

মূল শব্দাবলী:  
আদব-কায়দা  
রোজা রাখা  
সময়  
উন্নতি



Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

28 February 2025 / 29 Syaaban 1446H

রমযান মাসের আদব-কায়দা সমূহ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ  
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.  
أَمَّا بَعْدُ، قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا  
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা যথাযথ ভক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া দৃঢ়  
করি। তাঁর সকল আদেশ মান্য করি এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখি। মহান  
আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা যেন আমাদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি প্রদান করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল  
আলামীন!

## সম্মানিত সুধী,

রমযান আল-মুবারক অতি সত্বর আমাদেরিগকে স্বাগত জানাবো। এর আগমন আমাদের রিক্ত চিত্তে পুষ্টি যোগাবে এবং আমাদের অন্তরে ইমানের ধর্মীয় ভাবাবেগের সুবাতাস বইয়ে দেবো। প্রায় একবছর পরে, এই রমযান মাস আমাদের আত্মউন্নতির ধারাকে জাগ্রত করতে আবার ফিরে আসবো।

যদি রমযান মাসকে আমরা কেবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সঙ্গে সম্পর্কিত করি তবে আসুন এই বছর আমরা যেন তা না করি। আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের নবী করিম (সঃ) এ ব্যাপারে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলির অর্থ কি দাঁড়ায় তা দেখি, “হয়তো রমযান মাসে কোন খাবার না খেয়ে এবং কোন পানীয় না পান করে একজন রোজাদার মানুষ কিছুই পান না এবং রমযান মাসে সারারাত নামাজ পড়েও একজন মানুষ কিছুই পান না”। ( ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত)

## সুপ্রিয় সুধী,

আমরা ভাবতে পারি যে রোজার মাসে প্রায় তের ঘন্টা যে সমস্ত কাজকে নিষেধ করা হয় যেমন কোন কিছু না খাওয়া বা না পান করা সেগুলি থেকে নিজেকে বিরত রেখে আমরা রোজা সম্পূর্ণ করছি।

কিন্তু, এটা আমরা অনুধাবন করি আর না করি আমরা এরপরেও নিজেদেরকে রোজা রাখার পুরস্কারকে নস্যাত করে দেবে এমন কাজ করতেই থাকি এবং সেগুলি যদিও রোজাকে বাতিল করে না, তবুও আমরা একটু আগে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত লোকেদের দলে পড়ব যারা রোজা রেখে না খাওয়া ও না পান করা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।

এটা আমাদের ইবাদতের বিশেষ করে রোজা রাখার আদব-কায়দার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে যে রোজা আমরা রাখি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

ইমাম ইবনে আল কাইয়ুম (রাঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার প্রতি আদব-কায়দা প্রদর্শনের জন্য তিনটি দিক আলোচনা করেন,

১। আমাদের ইবাদতগুলি যেন আমরা সবসময় ঠিকমত পালন করি যাতে এতে কোন ভুল-ত্রুটি না থাকে,

২। আমাদের অন্তরকে সংরক্ষণ করা যেন তা কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার পথ থেকে সরে না যায়

৩। আমাদের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা যেন তা অন্য কোনদিকে ধাবিত না হয় যা মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার পছন্দ নয়।

### **মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সন্মানিত সুধী,**

আমরা যেহেতু রমযান মাসের নিকটবর্তী হয়েছি, আমাদের সকল চাহিদাগুলি রোজার সময়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে এই খুতবার মাধ্যমে আপনাদের সামনে বিনয়ের সাথে দুইটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই;

### **প্রথমঃ আমাদের বদভ্যাসগুলি যেন বাদ দিতে পারি**

রমযান মাস হলো আমাদের বদভ্যাসগুলি যেমন অন্যের দুর্নাম করা, মিথ্যে কাউকে অপবাদ দেয়া, তর্ক করা এবং অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করা ইত্যাদি বদভ্যাসগুলি দূর করার এক উত্তম সময়।

আমাদের নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন যা একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে, যার অর্থ হলোঃ

“যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রোজা রাখে তবে তাকে তাকে এমন কোন কাজে দিও না যেখানে তাকে বাজে কথা বলতে হয় বা বাজে কাজ করতে হয়। আর যদি কেউ তাকে অপদস্থ করে বা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তবে সে যেন শুধু বলে, “ আমি রোজা আছি”। (আল বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

এই কথাগুলি পবিত্র কোরানের সূরা আল ইসরা'র ৫৩ নম্বর আয়াতেও উল্লেখ করা আছে;

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ  
 إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

অর্থঃ আর আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন এমন কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উচ্ছানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

এছাড়াও, রোজার অন্যান্য আদব-কায়দাগুলির মধ্যে যা পড়ে তা হলো- আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সতর্ক রাখা। আমাদের চোখ দিয়ে আমরা যেন কোন অনৈতিক বা অনুচিত কিছু না দেখি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও না যা আমরা প্রায়শঃই দেখে থাকি। আমাদের কানগুলিকে সতর্ক রাখতে হবে যেন আমরা এমন কিছু না শুনি যাতে আমাদের মন অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমাদের হাতগুলি যেন অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

### দ্বিতীয়ঃ আমাদের সময়ের সুবন্দোবস্ত করা ও ভাল কাজ করা বাড়িয়ে দেয়া

সুন্নাহ কাজ করার মধ্যে প্রেরণাদায়ক ব্যাপার হলো ইবাদতের জন্য নিজের বিশ্রামকে পরিত্যাগ করা। একটি হাদীসে নবী করিম (সঃ) এর উক্তি দিয়ে বলা আছে, “ শেষ বিচারের দিনে রোজা এবং কোরান পাঠ একজন বান্দার হয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সাথে মধ্যস্থতা করবেন। রোজা বলবে, হে আমার প্রভু, আমি তাকে খাদ্য এবং সকল অনাবশ্যক চাহিদা থেকে দূরে রেখেছিলাম। তাই তার হয়ে আমি আপনার নিকট মিনতি করি। পবিত্র কোরান বলবে, “ আমি তাকে রাতে ঘুমাতে দেই নাই, তার জন্য আমাকে অনুগ্রহ করে সুপারিশ করতে দিন”। আর এভাবে এই দুই-ই মহান আল্লাহর নিকট বান্দার হয়ে তদ্বির করবেন।

তাই, আসুন, আমরা প্রজ্ঞার সাথে আমাদের সময়ের সুবন্দোবস্ত করি। আমাদের দিনের সময়গুলিতে আমরা আমাদের যাবতীয় কর্ম-সম্পাদন সম্পন্ন করি, আমাদের সাধ্যমত ইবাদত করি আর রাত্রিবেলাটা রাখি তারাবী নামাজ, কোরান পাঠ এবং মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য।

এই রমযান মাসটি হোক একটি আগুনের স্ফুলিঙ কণা যা আমাদের অন্তরে পুনরুজ্জীবন এনে দিয়ে  
আমাদিগকে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার আরো নিকটস্থ করবে।

**সম্মানিত সুধী,**

আসুন, আমরা সকলে সম্পূর্ণ সচেতনতা এবং পূর্ণ প্রস্তুতিসহ আসন্ন রমযান মাসকে স্বাগতম জানাই।  
আমাদের রোজা যেন কেবল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার রোজা না হয়, বরং এই রোজা যেন আমাদের আত্ম-উন্নতি  
ও ধর্মীয় চেতনাবৃদ্ধির এক মাস হয়।

রোজা রাখার এই আদব-কায়দাগুলি মেনে চলে এই রমযান মাস যেন আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে  
দেয়া এক রমযান মাস হয়। মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা যেন আমাদের শারীরিক ও ধর্মীয় শক্তি  
প্রদান করেন এবং আসছে রমযান মাসে আমাদের সব ইবাদত সন্তুষ্টিতে গ্রহণ করেন। আমীন! ইয়া  
রাব্বাল আলামীন!!

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  
الرَّحِيمُ.

## Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَارْحَمْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلاةَ أُمُورِنَا، وَوَفِّقْهُمْ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُورِنَا خِيَارِنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُورِنَا شِرَارِنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بَدُنُونَنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى

أَحْسِنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنْ الْأَهْوَالِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ  
الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ وَسَائِرَ الْبِلَادِ عَامَّةً آمِنًا مُطْمَئِنًّا سَخَاءً  
رَخَاءً بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ  
وَفِي فِلِسْطِينَ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا،  
وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،  
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ  
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ  
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

